116

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN 7 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

বরিশালে দর্শনের অধ্যাপকের যৌন হয়রানি ও ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত কমিটি

বরিশাল প্রতিনিধি : শিক্ষকদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী নারী ও ছাত্রী সমাজের সোচ্চার প্রতিবাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছে বরিশালের একটি মহিলা কলেজের ছাত্রীরা। তারা এখনো মিছিল না করলেও পোস্টারিং করেছে বেনামে। কলেজ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছে তদন্ত কমিটি গঠনে।

জানা গেছে, দর্শন বিভাগের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মাদকাসক্তি, ধর্ষণ, অশ্লীল আচরণ এবং ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ বেশ পুরোনো ব্যাপার। তারপরেও তাকে ওই খ্যাতনামা মহিলা কলেজে বদলি করা হয়। সেখানে তিনি বেশ জোরেশোরে, তেমন রাখঢাক না রেখেই বিভাগীয় কক্ষের সঙ্গেই প্রাইভেট পড়ানোর চেম্বার খুলে বসেন। কলেজ শেষ ও সন্ধ্যা হওয়ার পরেও চলে তার ছাত্রী পড়ানোর ব্যবসা। দর্শনের অধ্যাপনা করলেও তিনি ইংরেজিতে ভালো হওয়ার সুবাদে ইংরেজিও পড়ান। মহিলা কলেজ কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রীদের অন্যত্র প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার অনুমতি না থাকায় তারা পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের আশায় সহজেই এ যৌনকাতর শিক্ষকের লালসার শিকার হয়।

ঐ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ধর্ষণেরও অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে লোক লজ্জা, কলেজের সুনাম এবং ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়ার ভয়ে কোনো ছাত্রীই এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে অভিযোগ করতে এগিয়ে আসেনি। কিছুদিন আগে কলেজের কক্ষে একজন ছাত্রীর সঙ্গে তাকে একান্তে দীর্ঘ সময় কাটাতে দেখা গেছে। এ সময়ে কলেজ এলাকায় লোডশেডিং চলছিল। পরে বিষয়টি সম্পর্কে অভিযোগ পেয়ে অধ্যক্ষ তাকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু এরপরেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। প্রায়ই কলেজ ছুটির পর পড়ানোর নাম করে অথবা অন্য কোনোভাবে ছাত্রীদের প্রলুব্ধ করে ক্যাম্পাসের বাইরে অথবা ক্যাম্পাসের বিভাগীয় কক্ষে একান্ত সাক্ষাতে ডেকে এনে ঐ অধ্যাপক জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়াসহ অশ্লীল প্রস্তাব দিতেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কজন ছাত্রী অভিযোগ করেছে। লোডশেডিং-এর সুযোগে ঐ শিক্ষক আরো সাহসী আচরণ করতেন বলেও ছাত্রীরা জানায়।

সম্প্রতি দেশজুড়ে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষকের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে ছাত্রী ও মহিলারা সোচ্চার হওয়ায় ঐ কলেজের ছাত্রীরাও কলেজে ব্যাপক পোস্টারিং করে। এ ধরনের কয়েকটি পোস্টারে লেখা হয় 'দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য', 'অবনীর গ্রাস হতে সাবধান, অবনীর ভূত হতে সাবধান, অবনীর লালসা হতে ছাত্রীদের বাঁচাও, রক্ষা করো, অবনীকে দূর কর শিক্ষাঙ্গন পবিত্র কর' ইত্যাদি। কলেজ কর্তৃপক্ষ এরপর ছাত্রীদের চাপে একজন সিনিয়র শিক্ষকের নেতৃত্বে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হন। আগামী ১২ জানুয়ারির মধ্যে এই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের কথা রয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এ তদন্ত কমিটির কার্যকারিতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ হতে শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক,চাপ প্রয়োগ এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগকে মৌলবাদীদের চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। কলেজের অধ্যক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের কথা স্বীকার করলেও এ বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে বা মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।